আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস

সংস্কৃতির একটা জাতিগত রূপ আছে। সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যমগুলোর মধ্যে নৃত্যকলা সবচেয়ে প্রাচীন। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে নৃত্যকলারও অনেক বিবর্তন ঘটেছে। ঘটেছে অনেক পরিমার্জন ও পরিবর্ধন। ভাষা উদ্ভাবনের শুরুতে মানুষ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ করত, আবেগ-অনুভূতির আদান-প্রদান করত। সময়ের বিবর্তনে চিন্তাধারা ও মানসিকতার উৎকর্ষ লাভ করায় এসব অঙ্গভঙ্গির শৈল্পিক রূপান্তর ঘটে নৃত্যে। ফলে নৃত্য হয়ে ওঠে সকল শিল্পের জননী। নৃত্যের ভাষা সর্বজনীন। তাই নৃত্যকলা ভাষাগত গণ্ডি পেরিয়ে সবার হৃদয় ছুঁয়ে যায়– স্থাপন করে এক নিবিড় যোগসূত্র।

সমগ্র বিশ্বের নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে এক মেলবন্ধন রচনা করা তথা অপসংস্কার, অসত্য, অসুন্দরকে পরাভূত করে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ২৯ এপ্রিল প্রথম আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস পালন করা হয়। দিনটি পালনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরের নৃত্যধারার সঙ্গে পরিচয়, ভাবের আদান-প্রদান, বিশ্বনৃত্য চর্চার উন্নয়ন ও ধারার উৎকর্ষ সাধন, বিশ্ব নৃত্যধারার গতিপ্রকৃতি কোন্ পর্যায়ে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ, সর্বোপরি মানবজাতির কল্যাণে নৃত্যশিল্পের ভূমিকা নিরূপণ। নৃত্যকলা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক গড়ার সেতুবন্ধন। ১৯৮২ সাল থেকেই নৃত্য দিবস বিশ্বের সব দেশে আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়। এ উপলক্ষে একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী প্রতিবছর একটি বাণী পাঠান প্যারিসের মূল অফিসে এবং সেখান থেকে বাণীটি সব শাখায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

২৯ এপ্রিল আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস পালনের কারণ ১৭২৭ সালের এ দিনে নৃত্য সংস্কারক জিন জর্জেস নভেরা জন্মগ্রহণ করেন। নভেরা নৃত্যকে তাঁর ক্ষুদ্র গণ্ডি ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে অপেরায় উন্নীত করেন। তাঁর ীর্ণণত্র মভ ঢটভডধভথ নৃত্যকলায় নবযুগের সূচনা করে। এই অগ্রদূত শিল্পীর অবদান ও শিল্পীকে চিরভাস্বর করে রাখতে ২৯ এপ্রিল আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বাঙালীর নৃত্যকলাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন শ্রী উদয় শঙ্কর। তাঁর অনুগামী হয়েছেন বুলবুল চৌধুরী, গওহর জামিল, জিএ মান্নান প্রমুখ বরেণ্য নৃত্যগুরু। তাঁরা শুদ্ধ নৃত্যচর্চার প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হলেন। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দীক্ষা নিলেন তাঁদের নৃত্যের মন্ত্রে।

১৯৯২ সাল থেকে ঢাকাসহ রংপুর, বগুড়া, সিলেট, নোয়াখালী, চট্টগ্রামে ইন্টারন্যাশনাল ডান্স কমিটির উদ্যোগে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। সহযোগিতায় থাকে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থাসহ বেনুকা, দিবা, জাগো, আর্থ সেন্টার নৃত্যলোক, আনন্দলোক, নটরাজ, সুকন্যা, ঝঙ্কার, নৃত্যনিকেতন, পল্লবী, সৃজনছন্দ, সৃষ্টি, মনিপুরী, নর্তনালয়, বুলবুল একাডেমী, ছায়ানট, রেওয়াজসহ দেশের বিভিন্ন নৃত্য সংগঠন। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে নবীন ও প্রবীণ নৃত্যশিল্পীরা গান গেয়ে, ঢোল বাজিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়ান। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করেন পঞ্চাশ দশক থেকে ২০০০ সালের নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে বিটিভি, চানেল আই বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এই নৃত্যানুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৯ সালে এই দিনে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকের নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মঞ্চ। এ যেন নৃত্যশিল্পীদের প্রাণের উৎসব। ২০০০ সালে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়েছে এ দেশের প্রখ্যাত নৃত্যগুরু মরহুম গওহর জামিল ও নৃত্যগুরু মরহুম জিএ মান্নানের স্মরণে। এ অনুষ্ঠানে ৬০-এর দশকের নৃত্যশিল্পী 'নক্সীকাঁথার মাঠ'-এর প্রথম নায়িকা রাহিজা খানম ঝুনুসহ লায়লা হাসান, গোলাম মুস্তফা খান, জিনাত বরকত উল্লাহ, হাসান ইমাম, দীপা খন্দকার, সুলতানা হায়দার প্রমুখ নৃত্যশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।